২) মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা সম্পর্কে টীকা। [5]

প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক উপাদান হিসাবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ ছিল মেগাস্থিনিস রচিত 'ইন্ডিকা'। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে বিশেষত মৌর্যদের সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের কিছু দিন পরেই সিরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাসের বিখ্যাত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস প্রায় দীর্ঘ 6 বছরের উপর ভারতে বসবাস করে ভারত সম্পর্কে বিখ্যাত ইন্ডিকা গ্রন্থটি রচনা করেন। যদিও মূল গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায় না। মূল গ্রন্থটির সন্ধান না মিললেও অ্যারিয়ান, স্ট্র্যাবো, জাস্টিন, প্লুটার্ক প্রমুখ গ্রীক লেখক ও রোমানদের রচনায় ইন্ডিকার বহু অংশ উদ্ধৃত আছে। এরফলে পান্ডুলিপিটি পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে ইন্ডিকা বইয়ের অনুবাদ করেন ম্যাকরিন্ডেল।

ইন্ডিকা থেকে মৌর্যযুগের সমাজ জীবন ও প্রশাসন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়। যেহেতু মেগাস্থিনিস ছিলেন কূটনীতিক, তাই তিনি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিকটি ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর ~~বিবরণে~~ বর্ণনায় মৌর্য্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি চিত্র ফুটে ওঠে। এছাড়া ভারতীয় জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি ও তিনি মৌর্য্যদের রাজধানী পাটলিপুত্রের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি মৌর্য্যদের সামাজিক জীবনকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করে বর্ণনা করেন। সবার উপরে ছিলেন দার্শনিক, এছাড়াও কৃষক, পশুপালক, সেনানী, কারিগর, পরিষদ বা সভাসদ ও পরিদর্শক। ~~সে~~

মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে নগরশাসনের জন্য 30 জন সদস্য দ্বারা গঠিত 6 টি স্বয়ংশাসিত সমিতির কথা উল্লেখ করেন। প্রতিটি সমিতিতে 5 জন করে সদস্য থাকতেন। সমিতিগুলি ছিল যথাক্রমে গ্রাম, শিল্প, বৈদেশিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রক, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষক, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক এবং পণ্যদ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রয়ক ব্যবস্থাপক। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী অ্যাস্ট্রে অস্টিনোময় নামক পৌরশাসক এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি জেলা ও পাটলিপুত্রের ভারপ্রাপ্ত বেসামরিক কর্মচারীদের অ্যাগ্রোনোময় ও অ্যাস্টিনোময় হিসাবে অভিহিত করেছেন। মেগাস্থিনিস বর্ণিত পৌরশাসনকে সমালোচনা করে এ.এল. ব্যাসাম বলেছেন যদি মেগাস্থিনিসের বর্ণনা সত্যি হয় তবে বুঝতে হবে মৌর্য্য শাসনকালে পৌরশাসন ব্যবস্থা বর্তমান ছিল।

তবে মেগাস্থিনিসের রচনা ত্রুটিমুক্ত ছিল না, অনেক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় কিছু ভুল ও অবাস্তব তথ্য থাকায় অনেকে ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্য দিতে চান না। ভারতীয়দের ভাষা না জানায় তিনি বারবার ভ্রান্তিতে পড়েছিলেন। তিনি আত ও বাহ্যরেই মৌর্য্যশাসন ব্যবস্থায় নজর করেছেন। তবুও তাঁর বাকি বর্ণনায় অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যা সমসাময়িক ইতিহাস রচনার জন্য অতি মূল্যবান। অর্থশাস্ত্র, অশোকের লিপি, ইত্যাদি উপাদানের সাথে মিলিয়ে ইন্ডিকাটি পাঠ করলে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইন্ডিকা গ্রন্থটি ছিল যথার্থ স্বরূপবর্ণন।